বহিরাগত গোর্খারা উন্নয়নে নয়, বিশ্বাসী বঙ্গভঙ্গে

মতিলাল মণ্ডল

এক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামান্য সময়ে (১৮ মাস) শাসনে উত্তরবঙ্গের পার্বত্যাঞ্চলের জনগণ যে অগ্রগতির মুখ দেখেছেন— বিগত ৬৫ বছরের স্বাধীন ভারতে তাঁরা তা কোনদিন দেখতে পাননি। তথাপি ২৯-০১-২০১৩ দার্জিলিং -এ অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ উৎসবের (সরকারী) মঞ্চে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীকে শুনতে ও দেখতে হয়েছে 'উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড" শ্লোগান ও লিখিত ফেস্টুন। এর সাথে আজকের পাহাড়বাসী জনসাধারণের সমর্থন আছে কিনা সে তো সময় বলবে। তবে নেপালে অনুপ্রবেশকারী গোর্খারা যে পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্যাঞ্চলে আলাদা একটি জমি আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মঞ্চে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলিষ্ঠ ও নির্ভীককণ্ঠে পাহাড়বাসীর অগ্রগতি ও দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে বলেছেন— 'যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন বার বার দার্জিলিং -এ আসব এবং পাহাড়বাসীর সার্বিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকব। কারণ দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।' এই অনুষ্ঠানের পর ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুখ্যমন্ত্রীর একদিন পূর্বে (২৯-০১-২০১৩) উদ্বোধন করা বিজনবাড়ি সেতুর (৩০-০১-২০১৩) পুনরুদ্বোধন করেন মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং এবং সেই মঞ্চ থেকে তিনি হুঙ্কার ছাড়েন— 'বঙ্গভঙ্গ নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ী জাতিসত্তায় আঘাত হেনেছেন। এবার আর গণতান্ত্রিক পথে নয়— চরম পথেই আন্দোলন সংঘটিত হবে। এই আন্দোলন সমতলেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এবারের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন রক্তক্ষয়ী হবে।' মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে বলেছেন— 'চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি— পাহাড় হাসছে — হাসবে। আশা করি ওরা ভুল পথে যাবে না। এবার পাহাড়ের উন্নয়ন স্তব্ধ হলে মানুষ ওদের ক্ষমা করবে না। রাজ্যের অখণ্ডতা নিয়ে কোন অশান্তি আমরা বরদাস্ত করব না।" বিমল গুরুং বিজনবাড়ির সেতু পুনরুদ্বোধনকালে এতই উত্তেজিত ছিলেন যে আলগড়ায় গিয়ে (৩০-০১-২০১৩) মুখ্যমন্ত্রী লেপচা ও বৌদ্ধদের জন্য আলাদা উন্নয়ন পরিষদ ঘোষণা করার খবর পেয়ে বিমলবাবু একই মঞ্চ থেকে অভিযোগ করেন যে মুখ্যমন্ত্রী 'গোর্খা' ও 'লেপচাদের' মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন।" এর প্রতিবাদে বিমল গুরুংরা ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পাহাড়ে ১২ (বার) ঘন্টার বন্ধ ডেকেছেন। অন্যদিকে ৪৫ জন 'লেপচা' গোষ্ঠীর মানুষ পাহাড় বন্ধের প্রতিবাদে কালিংপং -এ ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছেন।

ইতিহাস সাক্ষী— দার্জিলিং -এর আদি আধিবাসী লেপচা সম্প্রদায়ের উপর অনুপ্রবেশকারী 'গোরক্ষনাথ' -এর অনুগামী 'গোর্খা' নামক দস্যু ও লুটেরাদের অত্যাচারে ব্রিবত তৎকালীন সিকিমরাজ দার্জিলিং (তিব্বতি শব্দ দর্জি+লিং = দর্জিলিং পরবর্তীকালে দার্জিলিং) এলাকাটি ১৮৩৫ সালে (১৮৪৬ নয়) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। তখন থেকেই দার্জিলিং-এর বঙ্গভূমে অন্তর্ভূক্তি। সেই গোর্খারা আজ লেপচা সম্প্রদায়ের হুমকি সহ লেপচা ও বৌদ্ধদের জন্য উন্নয়ন পরিষদ গঠনের বিরোধিতায় পাহাড়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছেন। লেপচাদের এই আদি বাসভূমি আজ দার্জিলিং নামে সারা বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক শৈল শহর। এর উপর নেপালের শ্বেতাগণ্ডকী ও ত্রিশুলগঙ্গা নদীদুটির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী দস্যু বা লুটেরা গোর্খাদের কোন নৈতিক অধিকার নেই। এই ঐতিহাসিক তথ্য বিমল গুরুংদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া আশু প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলা ও বাংলাভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি লিখেছেন — 'পাহাড়ে বর্তমান ২০ (কুড়ি) লক্ষ নেপালীদের ১৫ (পনের) লক্ষ বিদেশী (ভূটান থেকে বিতাড়িত ০৯ (নয়) লক্ষ, মেঘালয় ও অসম সহ পূর্ব ভারত থেকে বিতাড়িত নেপালী এবং ৭০ (সত্তর) হাজার অবসরপ্রাপ্ত গোর্খা - রেজিমেন্টের নেপালী নাগরিক সেনারা। এই বিপুল সংখ্যক বিদেশী নেপালীদের শনাক্ত না করে জিটিএ চুক্তি ও জিটিএ আইন সংবিধান ও আইন বিরোদী" (দৈনিক স্টেট্সম্যান ১১-০৪-২০১২)। সে ছাড়া প্রাবন্ধিক বসির আহমেদ লিখেছেন — দার্জিলিং -এর জনে জনে কথা বলে বুঝেছি গোর্খাল্যান্ড শব্দটির তুলনায় দার্জিলিং শব্দটিতেই তাঁদের উৎসাহ ও আবেগ বেশী। প্রথমে জি এন এল এফ এবং পরে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আবদার মেটাতে গিয়ে তাঁদের অনেকেই আজ বিরক্ত ও রক্তাক্ত। এ সবের থেকেও অনেক বেশী জ্বলন তাদের পেটে। পাহাড়ের অতি দীন দরিদ্র মানুষগুলি কি চান? তাঁরা চান বিজলী, পানি, সড়ক এবং সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা" (একদিন ২৯-০৩-২০১২)। এখানে বলে রাখা ভালো মতিলাল মণ্ডলের লেখা (ভাবনা-চিন্তা, ১৫ জুলাই, ২০১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শীর্ষক ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ দুটি নিবন্ধ সম্প্রতি এ রাজ্যের অনেকগুলি সাময়িকীতেও প্রকাশিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার পাহাড়বাসীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সুযোগ নিয়ে বিমল গুরুংরা পাহাড়ের উন্নয়নের নামে 'দার্জিলিং টেরিটোরিয়াল এড্মিনিসট্রেশনের' পরিবর্তে 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এডমিনিসট্রেশন' নামটির সহকারী স্বীকৃতি লাভ করে মুখ্যমন্ত্রীকে আংশিক ব্যাক্ফুটে ফেলে বার বার গোর্খা সুপ্রিমো পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আদায়ের হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বলা হয়েছে— 'জি টি এ চুক্তির সময় গোর্খাল্যান্ড লেখা হয়েছে— এখন বাংলা ভাগ হতে দেব না বললে চলবে না।' অর্থাৎ এর খেসারত দিতে হতে পারে— কথাটি মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে মাথায় রাখতে হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

এক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিচারপতি শ্যামল সেনের কমিশনের প্রস্তাবটি পাঁচটি মৌজার বাইরে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে গোর্খা সম্প্রদায়ের গতিবিধির উপর সজাগ নজরদারির প্রয়োজন আছে কি না সে কথা ভাবার সময়ও সমাগত। কারণ তরাই ও ডুয়ার্সের সমর্থন ব্যতীত গোর্খারা যতই লম্ফ - ঝম্ফ বা হম্বি - তম্বি করুন না কেন কোন কালেই তাঁদের আলাদা গোর্খাল্যান্ডের দিবাস্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হবার নয়। কালিম্পং, কার্শিয়াং ও দার্জিলিং এই তিনটি মহকুমার এলাকা নিয়ে কোন রাজ্য গঠিত হতে পারে না। অতএব সমস্যার সমাধানে তরাই ও ডুয়ার্সের অধিবাসীদের গণ ভোটই সহায়ক কিনা সে বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীকেই ভাবতে হবে। সর্বোপরি গোর্খা সম্প্রদায় দার্জিলিং পার্বত্যাঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী —এটাতো ঐতিহাসিক সত্য সে ক্ষেত্রে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের তথ্যানুসারে গোর্খাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব যাচাই করে দেখার অসুবিধা কোথায়?

পরিশেষে, কোন রাজ্যেই যথেষ্ট কারণ বিনা বিচ্ছিন্নতাবাদ বরদাস্ত করবে না। এ কথা অসত্য নয় যে দার্জিলিং পাহাড়ী অঞ্চলটির বিগত দিনে বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। সে কারণেই দার্জিলিং -এর অনুপ্রবেশকারী গোর্খারা ১৯৮২ সাল থেকে আলাদা গোর্খাল্যান্ড দাবি করে এসেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতার মাত্র আঠারো (১৮) মাস শাসনে— দার্জিলিং - তরাই ও ডুয়ার্সে অগ্রগতির বন্যা বইছে। এ সব জেনেও সুষমা স্বরাজের মত বিদ্বজ্জন রাজনীতিকের রোশন গিরিকে গত ০২-০২-২০১৩ দিল্লিতে বসে আলাদা গোর্খাল্যান্ড নামক কোন রাজ্য গঠনে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থ কি? তিনি কি পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এ অনুপ্রবেশকারী গোর্খাদের দিয়ে আগুন জ্বালাতে চান? পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করে তাঁর বা তাঁর দলের কি লাভ? সুষমা স্বরাজের মতো শিক্ষিত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিকের বোঝা উচিত ছিল — রোশন গিরি বা বিমল গুরুংদের দার্জিলিং পার্বত্যাঞ্চলের অগ্রগতিতে কোন রুচি নেই। এঁদের আসল উদ্দেশ্য অনুপ্রবেশকারী নাম মিটাতে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চলে গোর্খাল্যান্ড নামে একটি রাজ্য আদায় করা। গোর্খাদের এই অসাধু মতলব সুষমা স্বরাজ কিংবা যশবন্ত সিনহা সমর্থন করলেও — খুব সহজে তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না কারণ তরাই ডুয়ার্সের নাগরিকরা অতীতের দস্যু বা লুটেরা গোর্খাদের অধীনে থাকতে নাও চাইতে পারেন।

সৃষ্টিসন্ধান